ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন

শ্লোক ১

সূত উবাচ

এবং নিশম্য ভগবান্ দেবর্ষের্জন্ম কর্ম চ।
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ তং ব্রহ্মন্ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **নিশম্য**—শুনে; **ভগবান্**—ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার; **দেবর্ষেঃ**—দেবর্ষির; **জন্ম**—জন্ম; **কর্ম**—কর্ম; **চ**—এবং; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **তম্**—তাঁকে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রহ্মজ্ঞগণ; **ব্যাসঃ**—ব্যাসদেব; **সত্যবতী-সুতঃ**—সত্যবতীর পুত্র।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেনঃ হে ব্রহ্মজ্ঞগণ, এইভাবে দেবর্ষি নারদের জন্ম এবং কর্ম-বৃত্তান্ত শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করে সত্যবতী-তনয় ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

ব্যাসদেব নারদ মুনির পূর্ণতা সম্বন্ধে আরও জানতে উৎসুক হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি আরও প্রশ্ন করেছিলেন। এই অধ্যায়ে শ্রীনারদ মুনি বর্ণনা করবেন, যখন তিনি ভগবানের বিরহে অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থায় অপ্রাকৃত চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন তিনি কিভাবে ক্ষণকালের জন্য তাঁর বাণী শুনতে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীব্যাস উবাচ

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিস্তব।
বর্তমানো বয়স্যাদ্যে ততঃ কিমকরোদ্ভবান্ ॥২ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ—শ্রীব্যাসদেব বললেন; **ভিক্ষুভিঃ**—মহান পরিব্রাজকদের দ্বারা; **বিপ্রবসিতে**—দূর দেশে গমন করলে; **বিজ্ঞান**—উপলব্ধ পারমার্থিক জ্ঞান;

আদেষ্টৃভিঃ—যাঁরা উপদেশ দিয়েছিলেন; **তব**—আপনার; **বর্তমানঃ**—বর্তমান; **বয়সি**—বাল্যকালে; **আদ্যে**—আদিতে; **ততঃ**—তারপর; **কিম্**—কি; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

শ্রীব্যাসদেব বললেনঃ হে দেবর্ষি, আপনার সেই গুহ্য ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে উপদেশদাতা পরিব্রাজকেরা যখন দূরদেশে গমন করলেন, তখন পূর্ব জীবনের সেই বাল্যাবস্থায় আপনি কি করেছিলেন?

তাৎপর্য

ব্যাসদেব নিজেও ছিলেন নারদ মুনির শিষ্য, এবং তাই তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পর নারদ মুনি কি করেছিলেন সে সম্বন্ধে জানতে তিনি স্বাভাবিকভাবেই উৎসুক ছিলেন। নারদ মুনির মতো তাঁর জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য তিনি নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। এভাবে গুরুদেবের কাছ থেকে তত্ত্ব-অনুসন্ধানের বাসনা গতিশীল পারমার্থিক জীবনের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। এই পন্থাকে বলা হয় 'সদ্ধর্ম-পৃচ্ছা'।

শ্লোক ৩

স্বায়ম্ভুব কয়া বৃত্ত্যা বর্তিতং তে পরং বয়ঃ।
কথং চেদমুদস্রাক্ষীঃ কালে প্রাপ্তে কলেবরম্ ॥ ৩ ॥

স্বায়ম্ভুব—হে ব্রহ্মার পুত্র; **কয়া**—কোন্ অবস্থায়; **বৃত্ত্যা**—বৃত্তি; **বর্তিতম্**—অতিবাহিত হয়েছে; **তে**—আপনি; **পরম্**—দীক্ষার পরে; **বয়ঃ**—আয়ুষ্কাল; **কথম**—কিভাবে; **চ**—এবং; **ইদম্**—এই; **উদস্রাক্ষীঃ**—আপনি ত্যাগ করেছিলেন; **কালে**—যথাসময়ে; **প্রাপ্তে**—প্রাপ্ত হয়ে; **কলেবরম্**—দেহ।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মার পুত্র, আপনি দীক্ষা গ্রহণের পর কিভাবে আপনার জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, এবং আপনার পূর্ব দেহ যথাসময়ে ত্যাগ করার পর কিভাবে আপনি এই দেহ প্রাপ্ত হন?

তাৎপর্য

তাঁর পূর্ব জীবনে নারদ মুনি ছিলেন একজন দাসী-পুত্র, সুতরাং কিভাবে যে তিনি সচ্চিদানন্দময় চিন্ময় শরীর লাভ করেছিলেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রীল ব্যাসদেব চেয়েছিলেন সকলের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য সেই তত্ত্ব তিনি যেন ব্যক্ত করেন।

শ্লোক ৪

প্রাক্কল্পবিষয়ামেতাং স্মৃতিং তে মুনিসত্তম।
ন হ্যেষ ব্যবধাৎকাল এষ সর্বনিরাকৃতিঃ ॥ ৪ ॥

প্রাক্—পূর্ব ; **কল্প**—ব্রহ্মার একদিন ; **বিষয়াম্** —বিষয় বস্তু ; **এতাম্**—এই সমস্ত ; **স্মৃতিম্**—স্মৃতি ; **তে**—আপনার ; **মুনি-সত্তম**—হে মহর্ষি ; **ন**—না ; **হি**—অবশ্যই ; **এষঃ**—এই সমস্ত ; **ব্যবধাৎ**—পার্থক্য নিরূপণ করা ; **কালঃ**—সময়ের গতি ; **এষঃ**—এই সমস্ত ; **সর্ব**—সমস্ত ; **নিরাকৃতিঃ**—প্রলয়।

অনুবাদ

হে মহর্ষি, যথাসময়ে কাল সব কিছু বিনাশ করে, তা হলে কিভাবে এই বিষয়-বস্তু কালের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আপনার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছে ?

তাৎপর্য

প্রলয়ের সময় জড় দেহের বিনাশ হলেও যেমন আত্মার বিনাশ হয় না, তেমনই আধ্যাত্মিক চেতনারও বিনাশ হয় না। পূর্বকল্পে নারদ মুনির জড় শরীরে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ হয়েছিল। জড় চেতনা হচ্ছে জড় শরীরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক চেতনারই প্রকাশ। এই চেতনা নিকৃষ্ট, নশ্বর এবং বিকৃত। কিন্তু আধ্যাত্মিক স্তরে চিন্ময় মনের পারমার্থিক চেতনা চিন্ময় আত্মারই মতো পরা-প্রকৃতি সম্ভূত এবং তার কোন বিনাশ হয় না।

শ্লোক ৫

নারদ উবাচ

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টভির্মম।
বর্তমানো বয়স্যাদ্যে তত এতদকারষম্ ॥ ৫ ॥

নারদ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন ; **ভিক্ষুভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা ; **বিপ্রবসিতে**—দূর দেশে গমন করলে ; **বিজ্ঞান**—পারমার্থিক জ্ঞান ; **আদেষ্টভিঃ**—যাঁরা আমাকে দান করেছিলেন ; **মম**—আমার ; **বর্তমানঃ**—বর্তমান ; **বয়সি আদ্যে**—এই জীবনের পূর্বে ; **ততঃ**—তারপর ; **এতৎ**—এইটুকু ; **অকারষম্**—অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেনঃ সেই মহর্ষিরা, যাঁরা আমাকে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন, তাঁরা দূর দেশে গমন করলেন এবং আমি এইভাবে আমার জীবন অতিবাহিত করেছিলাম।

তাৎপর্য

তাঁর পূর্ব জন্মে নারদ মুনি যখন সেই মহর্ষিদের কৃপার প্রভাবে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তখন যদিও তিনি ছিলেন পাঁচ বছর বয়সের একটি বালক মাত্র, কিন্তু তবুও তাঁর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। সদ্‌গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হওয়ার এটি একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। যথার্থ ভক্তসঙ্গের প্রভাবে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করার ফলে জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসে। শ্রীনারদ মুনির পূর্ব জন্মে কিভাবে তা হয়েছিল এই অধ্যায়ে তা ধীরে ধীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

একাত্মজা মে জননী যোষিন্মূঢ়া চ কিঙ্করী।
ময্যাত্মজেঽনন্যগতৌ চক্রে স্নেহানুবন্ধনম্ ॥ ৬ ॥

একাত্মজা—কেবলমাত্র একটি পুত্রের; **মে**—আমার; **জননী**—মাতা; **যোষিৎ**—স্ত্রীজাতি; **মূঢ়া**—মূর্খ; **চ**—এবং; **কিংকরী**—দাসী; **ময়ি**—আমাকে; **আত্মজে**—তাঁর সন্তান হওয়ার ফলে; **অনন্য-গতৌ**—যাঁর অন্য কোন গতি ছিল না; **চক্রে**—করেছিলেন; **স্নেহ-অনুবন্ধনম্**—স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ।

অনুবাদ

আমার মাতা ছিলেন একজন অতি সাধারণ স্ত্রীলোক এবং তিনি ছিলেন দাসী; আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র পুত্র। আমি ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনও আশ্রয় ছিল না, তাই তিনি আমাকে তাঁর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

শ্লোক ৭

সাস্বতন্ত্রা ন কল্পাসীদ্‌যোগক্ষেমং মমেচ্ছতী।
ঈশস্য হি বশে লোকো যোষা দারুময়ী যথা ॥ ৭ ॥

সা—তিনি; **অস্বতন্ত্রা**—নির্ভরশীল ছিলেন; **ন**—না; **কল্পা**—সমর্থ; **আসীৎ**—ছিলেন; **যোগ-ক্ষেমম্**—ভরণপোষণ; **মম**—আমার; **ইচ্ছতী**—যদিও ইচ্ছুক ছিলেন; **ঈশস্য**—ভগবানের বিধান অনুসারে; **হি**—সেই জন্য; **বশে**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **লোকঃ**—সকলে; **যোষা**—পুতুল; **দারুময়ী**—কাঠের তৈরী; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

তিনি যথাযথভাবে আমাকে প্রতিপালন করতে চাইতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ছিলেন না, তাই তিনি আমার জন্য কিছুই করতে পারতেন না। এই জগৎ সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সকলেই তাঁর হাতের কাঠের পুতুলের মতো।

শ্লোক ৮

অহং চ তদ্‌ব্রহ্মকুলে ঊষিবাংস্তদ্‌পেক্ষয়া।
দিগ্দেশকালাব্যুৎপন্নো বালকঃ পঞ্চহায়নঃ ॥ ৮ ॥

অহম্—আমি ; **চ**—ও ; **তৎ**—তা ; **ব্রহ্মকুলে**—ব্রাহ্মণদের বিদ্যালয়ে ; **ঊষিবান্**—বাস করতাম ; **তৎ**—তাঁর ; **উপেক্ষয়া**—নির্ভরশীল হয়ে ; **দিক্-দেশ**—দিক এবং দেশ ; **কাল**—সময় ; **অব্যুৎপন্নঃ**—অনভিজ্ঞ ; **বালকঃ**—বালক ; **পঞ্চ-হায়নঃ**—পাঁচ বছর বয়স্ক।

অনুবাদ

আমার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন আমি ব্রাহ্মণদের বিদ্যালয়ে অবস্থান করছিলাম। আমি আমার মায়ের স্নেহের উপর নির্ভরশীল ছিলাম এবং আমার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না।

শ্লোক ৯

একদা নির্গতাং গেহাদ্দুহন্তীং নিশি গাং পথি।
সর্পোঽদশৎপদা স্পৃষ্টঃ কৃপণাং কালচোদিতঃ ॥ ৯ ॥

একদা—এক সময়ে ; **নির্গতাম্**—নির্গত হয়ে ; **গেহাৎ**—গৃহ থেকে ; **দুহন্তীম্**—দোহন করার জন্য ; **নিশি**—রাত্রিবেলা ; **গাম্**—গাভী ; **পথি**—পথমধ্যে ; **সর্পঃ**—সর্প ; **অদশৎ**—দংশিত ; **পদা**—পায়ে ; **স্পৃষ্টঃ**—আহত হয়ে ; **কৃপণাম্**—অভাগিনী ; **কাল-চোদিতঃ**—কালের দ্বারা প্রভাবিত।

অনুবাদ

এক সময়ে আমার অভাগিনী মা যখন রাত্রিবেলা গো-দোহন করতে যাচ্ছিলেন, তখন মহাকালের প্রভাবে তাঁর পায়ের দ্বারা আহত একটি সর্প তাঁকে দংশন করে।

তাৎপর্য

ভগবান এইভাবেই তাঁর ঐকান্তিক ভক্তকে তাঁর কাছে টেনে নেন। সেই অসহায় বালকটির একমাত্র আশ্রয় ছিল তাঁর স্নেহময়ী মাতা, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হওয়ার জন্য ভগবান তাঁর মাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিলেন।

শ্লোক ১০

তদা তদহমীশস্য ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ।
অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাম্ ॥ ১০ ॥

তদা—সেই সময়ে; **তৎ**—তা; **অহম্**—আমি; **ঈশস্য**—ভগবানের; **ভক্তানাম্**—ভক্তদের; **শম**—কৃপা; **অভীপ্সতঃ**—ইচ্ছা করেছিল; **অনুগ্রহম্**—বিশেষ কৃপা; **মন্যমানঃ**—সেইভাবে চিন্তা করে; **প্রাতিষ্ঠম্**—যাত্রা করি; **দিশম্ উত্তরাম্**—উত্তর দিকে।

অনুবাদ

সেই ঘটনাটিকে আমি ভক্তবৎসল ভগবানের বিশেষ কৃপা বলে মনে করে উত্তর দিকে যাত্রা করি।

তাৎপর্য

ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তরা সব কিছুকেই ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে যা দুঃখদায়ক অথবা বিপজ্জনক, ভক্ত তাকে ভগবানের বিশেষ করুণা বলে গ্রহণ করেন। জাগতিক উন্নতি এক ধরনের জড় রোগ, এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবে এই রোগের তাপ ধীরে ধীরে উপশম হয় এবং পারমার্থিক স্বাস্থ্য লাভ হয়। জড়বাদী মানুষেরা তা বুঝতে পারে না।

শ্লোক ১১

স্ফীতাঞ্জনপদাংস্তত্র পুরগ্রামব্রজাকরান্।
খেটখর্বটবাটীশ্চ বনান্যুপবনানি চ ॥ ১১ ॥

স্ফীতান—অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী; **জন-পদান্**—জনপদ; **তত্র**—সেখানে; **পুর**—নগর; **গ্রাম**—গ্রাম; **ব্রজ**—বড় খামার; **আকরান্**—খনি; **খেট**—ক্ষেত; **খর্বট**—উপত্যকা; **বাটীঃ**—ফুলের বাগান; **চ**—এবং; **বনানি**—বন; **উপবনানি**—উপবন; **চ**—এবং।

অনুবাদ

গৃহত্যাগ করার পর আমি বহু সমৃদ্ধশালী জনপদ, নগর, গ্রাম, গোচারণ ভূমি, খনি, ক্ষেত, উপত্যকা, বাগান, উপবন এবং বন অতিক্রম করেছিলাম।

তাৎপর্য

কৃষি, খনি থেকে খনিজ পদার্থ উত্তোলন, পশুপালন, ফুলের চাষ ইত্যাদি মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ এখনকার মতো পূর্বেও ছিল, এমন কি বর্তমান সৃষ্টির আগেও তা ছিল এবং পরবর্তী সৃষ্টিতেও সে সমস্ত কার্যকলাপগুলি থাকবে। প্রকৃতির নিয়মে বহু লক্ষ লক্ষ বছর পরে আবার সৃষ্টির শুরু হয় এবং প্রায় একই রকমভাবে ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। জড়বাদীরা জীবনের যথার্থ প্রয়োজনগুলির অনুসন্ধান না করে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ইত্যাদির প্রচেষ্টায় তাদের সময়ের অপচয় করে। নারদ মুনি যদিও তখন একটি শিশু ছিলেন, কিন্তু পারমার্থিক জীবনের অনুপ্রেরণা পাওয়া

মাত্রই তিনি আর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ইত্যাদি অনর্থক কার্যকলাপে এক মুহূর্তও নষ্ট না করে পরমার্থ সাধনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। যদিও তিনি নগরী, গ্রাম, খনি এবং সমৃদ্ধ জনপদের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের কোন রকম প্রয়াস তিনি করেননি। তিনি কেবল তাঁর পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বের ঘটনার ইতিহাস। সে কথা এখানে বলা হয়েছে, ইতিহাসের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিই কেবল এই অপ্রাকৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীনিভভগ্নভুজদ্রুমান্ ।
জলাশয়াঞ্ছিবজলান্নলিনীঃ সুরসেবিতাঃ ।
চিত্রস্বনৈঃ পত্ররথৈর্বিভ্রমদ্ভ্রমরশ্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥

চিত্রধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র আদি মূল্যবান ধাতু; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **অদ্রীন্**—পাহাড় এবং পর্বত; **ইভভগ্ন**—বৃহদাকার হস্তী দ্বারা বিধ্বস্ত; **ভুজ**—শাখা; **দ্রুমান্**—গাছপালা; **জলাশয়ান্-শিব**—স্বাস্থ্যকর; **জলান্**—জলাশয়; **নলিনীঃ**—পদ্মফুল; **সুর-সেবিতাঃ**—স্বর্গের দেবতাদের দ্বারা সেবিত; **চিত্রস্বনৈঃ**—চিত্তাকর্ষক; **পত্র-রথৈঃ**—পাখিদের দ্বারা; **বিভ্রমৎ**—বিভ্রান্তকারী; **ভ্রমর-শ্রিয়ঃ**—ভ্রমরদের দ্বারা অলঙ্কৃত।

অনুবাদ

আমি স্বর্ণ রৌপ্য এবং তাম্র আদি ধাতুতে পূর্ণ পাহাড় এবং পর্বত অতিক্রম করেছিলাম, এবং সুন্দর পদ্মফুলে সুশোভিত, বিভ্রান্ত ভ্রমর এবং সঙ্গীতমুখর পাখিদের দ্বারা অলঙ্কৃত স্বর্গের দেবতাদের উপযুক্ত জলাশয় এবং স্থলভূমি অতিক্রম করেছিলাম।

শ্লোক ১৩

নলবেণুশরস্তম্বকুশকীচকগহ্বরম্
এক এবাতিয়াতোঽহমদ্রাক্ষং বিপিনং মহৎ ।
ঘোরং প্রতিভয়াকারং ব্যালোলূকশিবাজিরম্ ॥ ১৩ ॥

নল—নল; **বেণু**—বাঁশ; **শরঃ**—শর; **তম্ব**—পূর্ণ; **কুশ**—কুশ ঘাস; **কীচক**—লতাগুল্ম; **গহ্বরম্**—গুহা; **এক**—একলা; **এব**—কেবল; **অতিয়াতঃ**—দুর্গম; **অহম্**—আমি; **অদ্রাক্ষম্**—গমন করেছিলাম; **বিপিনম্**—গভীর অরণ্য; **মহৎ**—মহৎ; **ঘোরম্**—ভয়ঙ্কর; **প্রতিভয়াকারম্**—ভীষণ ভীতিজনক; **ব্যাল**—সর্প; **উলূক**—পেঁচা; **শিব**—শৃগাল; **অজিরম্**—বিচরণক্ষেত্র।

অনুবাদ

তারপর আমি নল, বাঁশ, শর, কুশ, লতাগুল্ম ইত্যাদিতে পূর্ণ অত্যন্ত দুর্গম অরণ্যানী একাকী অতিক্রম করেছিলাম। আমি ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল বনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, যা ছিল সর্প, পেচক এবং শৃগালদের বিচরণক্ষেত্র।

তাৎপর্য

পরিব্রাজকাচার্যদের কর্তব্য হচ্ছে বন, অরণ্য, পাহাড়, পর্বত, নগর, গ্রাম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একাকী ভ্রমণ করে ভগবানের সৃষ্টির অভিজ্ঞতা অর্জন করা, যাতে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস এবং মনের বল অর্জন করা যায় এবং সেই সমস্ত স্থানের অধিবাসীদের ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান দান করা যায়। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে নির্ভয়ে এই সমস্ত বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করা, এবং বর্তমান যুগের আদর্শ সন্ন্যাসী হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি মধ্য ভারতের ঝারিখণ্ড জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গমন করে সেখানকার বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, হরিণ, হাতি এবং অন্যান্য বহু বন্য জন্তুকে ভগবৎ-প্রেম দান করেছিলেন। এই কলিযুগে সাধারণ মানুষের সন্ন্যাস গ্রহণ করা নিষেধ। যে মানুষ লোক দেখাবার জন্য কেবল বেশ পরিবর্তন করে, সে আদর্শ সন্ন্যাসী থেকে ভিন্ন। আদর্শ সন্ন্যাসী হচ্ছেন তিনি যিনি সব রকমের জড় আদান-প্রদান সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করে তাঁর জীবন সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করেন। বেশ পরিবর্তন কেবল একটি বাহ্যিক রীতি মাত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেওয়ার পর শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সন্ন্যাসের নাম গ্রহণ করেননি। এই কলিযুগে তথাকথিত সন্ন্যাসীদেরও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের পূর্বের নাম পরিবর্তন করা উচিত নয়। এই যুগে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনরূপ ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনই হচ্ছে একমাত্র অনুমোদিত পন্থা, এবং যিনি সংসার ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন, তাঁকে নারদ মুনি অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো পরিব্রাজকাচার্যদের অনুকরণ করার প্রয়োজন নেই; পক্ষান্তরে, তিনি কোনও পবিত্র স্থানে স্থিত হয়ে তাঁর সমস্ত শক্তি এবং সময় বৃন্দাবনের ষড়্ গোস্বামীদের মতো মহান আচার্যদের লেখা পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রবণ এবং অধ্যয়নে নিয়োজিত করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মাহং তৃট্‌পরীতো বুভুক্ষিতঃ।
স্নাত্বা পীত্বা হ্রদে নদ্যা উপস্পৃষ্টো গতশ্রমঃ ॥ ১৪ ॥

পরিশ্রান্ত—শ্রান্ত হয়ে; **ইন্দ্রিয়**—দৈহিক; **আত্মা**—মানসিক; **অহম্**—আমি; **তৃট্‌পরীতঃ**—তৃষ্ণার্ত হয়ে; **বুভুক্ষিতঃ**—ক্ষুধার্ত হয়ে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **পীত্বা**—পান করে; **হ্রদে**—হ্রদে; **নদ্যাঃ**—নদীতে; **উপস্পৃষ্টঃ**—সংস্পর্শে; **গত**—দূর হয়েছিল; **শ্রমঃ**—শ্রম।

অনুবাদ

এইভাবে ভ্রমণ করে আমি দৈহিক এবং মানসিক উভয় দিক দিয়েই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, এবং আমি তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম। তখন নদীতে এবং হ্রদে স্নান করে এবং সেখানকার জল পান করে ও স্পর্শ করে আমি আমার শ্রান্তি দূর করেছিলাম।

তাৎপর্য

পরিব্রাজককে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আদি দেহের প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হয় না। প্রকৃতির দানের মাধ্যমেই তা মেটানো যায়। তাই পরিব্রাজক গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা করার জন্য যান না, তাদের পারমার্থিক জ্ঞান দান করার জন্য যান।

শ্লোক ১৫

তস্মিন্নির্মনুজেঽরণ্যে পিপ্পলোপস্থ আশ্রিতঃ।
আত্মনাত্মানমাত্মস্থং যথাশ্রুতমচিন্তয়ম্ ॥ ১৫ ॥

তস্মিন্—সেই; **নির্মনুজে**—লোকবসতিবিহীন; **অরণ্যে**—অরণ্যে; **পিপ্পল**— অশ্বত্থ বৃক্ষ; **উপস্থ**—উপবেশন করে; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **আত্মনা**—বুদ্ধির দ্বারা; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **আত্মস্থম্**—আমার অন্তরে অবস্থিত; **যথাশ্রুতম্**—যে ভাবে আমি সেই মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলাম; **অচিন্তয়ম্**—চিন্তা করেছিলাম।

অনুবাদ

তারপর, জনমানবশূন্য এক অরণ্যে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে উপবেশন করে আমি আমার বুদ্ধি দ্বারা মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে ঠিক যেভাবে শ্রবণ করেছিলাম, সেই বর্ণনা অনুসারে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমাত্মার ধ্যান করতে শুরু করেছিলাম।

তাৎপর্য

ধ্যান নিজের ইচ্ছামত করা যায় না। সদ্‌গুরুর মাধ্যমে শাস্ত্রের প্রামাণিক নির্দেশ অনুসারে যোগের পন্থা সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হয়ে এবং বুদ্ধিকে যথাযথভাবে পরিচালিত করে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন যে পরমাত্মা তাঁর ধ্যান করতে হয়। যে ভক্ত তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে প্রীতিপূর্বক ভগবানের সেবা করেছেন, তাঁর মধ্যে এই চেতনা সুদৃঢ়ভাবে বিকশিত হয়। শ্রীনারদ মুনি সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়েছিলেন, নিষ্ঠা সহকারে তাঁর সেবা করেছিলেন এবং তার ফলে

যথাযথভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এইভাবে তিনি ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জিতচেতসা।
ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ ॥ ১৬ ॥

ধ্যায়তঃ—এইভাবে ধ্যান করে ; **চরণাম্ভোজম্**—পরমাত্মার চরণকমল ; **ভাব-নির্জিত**—ভগবৎ-প্রীতির ভাবে আপ্লুত চিত্ত ; **চেতসা**—সমস্ত চেতনা (চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা) ; **ঔৎকণ্ঠ্যা**—উৎকণ্ঠা ; **অশ্রু-কল**—অশ্রু বর্ষিত হয়েছিল ; **অক্ষস্য**—চোখের ; **হৃদি**—আমার হৃদয়াভ্যন্তরে ; **আসীৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন ; **মে**—আমার ; **শনৈঃ**—অচিরে ; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

আমি যখন আমার হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানের চরণারবিন্দের ধ্যান করতে শুরু করেছিলাম, তখন আমার চিত্তে এক অপ্রাকৃত ভাবের উদয় হয়েছিল, আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হয়েছিল এবং অচিরেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, আমার হৃদয়কমলে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে 'ভাব' কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত অনুরাগের ফলে 'ভাব' প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তির প্রথম স্তরটি হচ্ছে শ্রদ্ধা, এবং ভগবানের প্রতি এই শ্রদ্ধা বর্ধিত করার জন্য ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করতে হয় ; সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরটি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিধান অনুসারে ভগবানের ভজন করা। এই ভজনক্রিয়ার ফলে সব রকমের অনর্থ নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ সব রকমের জড় আসক্তির নিবৃত্তি হয় এবং ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার সমস্ত প্রতিবন্ধকগুলি দূর হয়ে যায়।

অনর্থ নিবৃত্তির পর পারমার্থিক বিষয়ের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠার উদয় হয়, এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের প্রতি রুচি বর্ধিত হয়। তার থেকে আসক্তির উদয় হয়, এবং তারপর ভাবের উদয় হয়। এই ভাব হচ্ছে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তির প্রাথমিক স্তর। পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত স্তরগুলি হচ্ছে ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমের ক্রমবিকাশের স্তর। এইভাবে ভগবৎ প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে গভীর বিরহের অনুভূতির উদয় হয় এবং তা থেকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয় ; ভক্তের চোখ দিয়ে যে অশ্রু ঝরে পড়ে তা ভগবৎ-প্রেমের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, এবং যেহেতু শ্রীনারদ মুনি তাঁর পূর্বজীবনে গৃহত্যাগ করার পর অতি শীঘ্র ভগবদ্ভক্তির এই অতি

উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার ফলে তিনি সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত, চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁর হৃদয়াভ্যন্তরে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ১৭

প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ।
আনন্দসম্প্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে ॥ ১৭ ॥

প্রেমা—প্রেম ; **অতিভর**—অত্যন্ত ; **নির্ভিন্ন**—বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ; **পুলক**—আনন্দানুভূতি ; **অঙ্গঃ**—দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ; **অতিনির্বৃতঃ**—সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়ে ; **আনন্দ**—আনন্দ ; **সম্প্লবে**—আনন্দের সমুদ্রে ; **লীনঃ**—লীন ; **ন**—না ; **অপশ্যম্**—দেখতে পেরেছিলাম ; **উভয়ম্**—উভয়কে ; **মুনে**—হে ব্যাসদেব।

অনুবাদ

হে ব্যাসদেব, সেই সময় প্রবল আনন্দের অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়ার ফলে আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুলকিত হয়েছিল। আনন্দের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে আমি সেই মুহূর্তে ভগবানকে এবং নিজেকেও দর্শন করতে পারছিলাম না।

তাৎপর্য

চিন্ময় সুখানুভূতি এবং গভীর আনন্দের সঙ্গে জড়জাগতিক কোন কিছুর তুলনা করা চলে না। তাই এই ধরনের অনুভূতির যথাযথ বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন। শ্রীনারদ মুনির বর্ণনায় এই ধরনের আনন্দানুভূতির একটু আভাস আমরা পাচ্ছি। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ কার্য রয়েছে। ভগবানকে দর্শন করার পর প্রতিটি ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে ওঠে, কেন না মুক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হয়। দিব্য আনন্দে ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবা করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তার ফলে নারদ মুনি একই সঙ্গে তাঁর স্বরূপ দর্শন করে এবং ভগবানকে দর্শন করে আত্মহারা হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

রূপং ভগবতো যত্তন্মনঃকান্তং শুচাপহম্।
অপশ্যন্ সহসোত্তস্থে বৈক্লব্যাদ্দুর্মনা ইব ॥ ১৮ ॥

রূপম্—রূপ ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **যৎ**—যথাযথ ; **তৎ**—তা ; **মনঃ**—মনের ; **কান্তম্**—বাসনা অনুসারে ; **শুচাপহম্**—সমস্ত প্রভেদ দূর করে ; **অপশ্যন্**—

দর্শন না করে ; **সহসা**—সহসা ; **উত্তস্থে**—উঠে দাঁড়িয়ে ; **বৈক্লব্যাৎ**—বিচলিত হয়ে ; **দুর্মনা**—আকাঙ্ক্ষিতকে হারিয়ে ; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ যথাযথভাবে মনের বাসনা পূর্ণ করে এবং সব রকমের মানসিক বৈষম্য দূর করে। তাঁর সেই রূপ দর্শন করতে না পেরে, অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হারালে মানুষ যেভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে, সেইভাবে বিচলিত হয়ে আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

তাৎপর্য

ভগবান যে নিরাকার নন তা নারদ মুনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রূপ আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সমস্ত জড় রূপের থেকে ভিন্ন। আমাদের জীবদ্দশায় আমরা জড় জগতে বিভিন্ন রূপ দর্শন করে থাকি, কিন্তু তাদের কোনটিই আমাদের চিত্তকে সন্তুষ্ট করতে পারে না এবং মনের সব রকম চঞ্চলতাও দূর করতে পারে না। কিন্তু ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সেই রূপ একবার দর্শন করলে আর অন্য কোন কিছুর প্রতি আসক্তি থাকে না ; এই জড় জগতের কোনও রূপ তখন তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। শাস্ত্রে যে ভগবানকে অনেক সময় অ-রূপ বা নিরাকার বলা হয়, তার অর্থ হচ্ছে যে তাঁর রূপ জড় নয়।

আমরা সকলেই হচ্ছি চিন্ময় জীব, তাই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কিত হয়ে আমরা জন্ম-জন্মান্তরে ভগবানের সেই রূপের অনুসন্ধান করছি, এবং জড় জগতের অন্য কোনও রূপ দর্শন করে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছি না। নারদ মুনি ক্ষণিকের জন্য সেই রূপ দর্শন করেছিলেন, এবং সেই রূপ পুনরায় দর্শন না করতে পেরে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সেই রূপের অন্বেষণ করার জন্য তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা জন্ম-জন্মান্তরে যা আকাঙ্ক্ষা করছি নারদ মুনি তা পেয়েছিলেন এবং তাঁকে পুনরায় দর্শন করতে না পেরে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

দিদৃক্ষুস্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনো হৃদি।
বীক্ষমাণোঽপি নাপশ্যমবিতৃপ্ত ইবাতুরঃ ॥ ১৯ ॥

দিদৃক্ষুঃ—দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করে ; **তৎ**—তা ; **অহম্**—আমি ; **ভূয়ঃ**—পুনরায় ; **প্রণিধায়**—মনকে একাগ্র করে ; **মনঃ**—মন ; **হৃদি**—হৃদয়ে ; **বীক্ষমাণঃ**—দর্শন করার প্রতীক্ষায় ; **অপি**—তা সত্ত্বেও ; **ন**—না ; **অপশ্যম্**—দেখতে না পেয়ে ; **অবিতৃপ্তঃ**—অতৃপ্ত ; **ইব**—মতন ; **আতুরঃ**—আতুর।

অনুবাদ

আমি ভগবানের সেই অপ্রাকৃত রূপ আবার দর্শন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে পুনরায় দর্শন করার আশায় একাগ্র চিত্তে হৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁকে আমি আর দেখতে পাইনি, এবং এইভাবে অতৃপ্ত হয়ে আমি অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে পড়েছিলাম।

তাৎপর্য

কোন রকম কৃত্রিম যৌগিক পন্থার দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা যায় না। তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ভগবানের অহৈতুকী কৃপার উপর। আমাদের ইচ্ছামত আমরা যেমন সূর্যের উদয় দাবি করতে পারি না, ঠিক তেমনই আমাদের ইচ্ছামত আমরা আমাদের সম্মুখে ভগবানের উপস্থিতিও দাবি করতে পারি না। সূর্য তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে উদিত হন; তেমনই ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে যখন আমাদের দর্শন দিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁকে দর্শন করা যায়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করে যাওয়া। নারদ মুনি মনে করেছিলেন যে, যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তিনি পুনরায় ভগবানকে দর্শন করতে সক্ষম হবেন, যেভাবে তিনি তাঁর প্রথম প্রচেষ্টায় তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি আর ভগবানের দর্শন পেলেন না। ভগবান হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। কেবলমাত্র অনন্য ভক্তির দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। তিনি আমাদের জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে তাঁর করুণার উপর নির্ভর করে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে তাঁর সেবা করে, তখন তিনি তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছার প্রভাবে তাঁকে দর্শন দান করতে পারেন।

শ্লোক ২০

এবং যতন্তং বিজনে মামাহাগোচরো গিরাম্।
গম্ভীরশ্লক্ষ্ণয়া বাচা শুচঃ প্রশময়ন্নিব ॥ ২০ ॥

এবম্—এইভাবে; **যতন্তম্**—চেষ্টাপরায়ণ; **বিজনে**—সেই নির্জন স্থানে; **মাম্**—আমাকে; **আহ**—বলেছিলেন; **অগোচরঃ**—জড় শব্দের অতীত; **গিরাম্**—বাণী; **গম্ভীর**—গম্ভীর; **শ্লক্ষ্ণয়া**—শ্রুতিমধুর; **বাচা**—বাণী; **শুচঃ**—অনুশোচনা; **প্রশময়ন্**—উপশম; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

সেই নির্জন স্থানে আমার প্রচেষ্টা দর্শন করে সমস্ত জড় বর্ণনার অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ও শ্রুতিমধুর স্বরে আমার অন্তরের বেদনা উপশম করার জন্য কথা বলেছিলেন।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে যে ভগবান প্রাকৃত বাণী এবং বুদ্ধির অতীত। কিন্তু তবুও তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে কেউ যখন উপযুক্ত ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হন, তখন তিনি তাঁর বাণী শুনতে পান অথবা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। এটি হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি। ভগবান যাঁকে কৃপা করেন তিনি তাঁর বাণী শুনতে পান। ভগবান নারদ মুনির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁকে উপযুক্ত শক্তি দান করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর কথা শুনতে পান। বৈধী ভক্তির স্তরে অন্য কারও পক্ষে কিন্তু সরাসরিভাবে ভগবানের সংস্পর্শ অনুভব করা সম্ভব নয়। নারদ মুনি যখন ভগবানের মধুর বাণী শুনতে পান, তখন তাঁর বিরহ-বেদনা কিয়দংশ উপশম হয়েছিল। ভগবানের প্রতি প্রীতিপরায়ণ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের বিরহ-বেদনা অনুভব করেন এবং তাই তিনি সর্বদাই দিব্য আনন্দে অভিভূত থাকেন।

শ্লোক ২১

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্বকষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্ ॥ ২১ ॥

হন্ত—হে নারদ; **অস্মিন্**—এই; **জন্মনি**—আয়ুষ্কালে; **ভবান্**—তুমি; **মা**—না; **মাম্**—আমাকে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **ইহ**—এখানে; **অর্হতি**—যোগ্যতা; **অবিপক্ক**—অপরিণত; **কষায়াণাম্**—জড় কলুষ; **দুর্দর্শঃ**—দর্শন করা কঠিন; **অহম্**—আমি; **কুযোগিনাম্**—যার সেবা পূর্ণ হয়নি।

অনুবাদ

(ভগবান বললেন) হে নারদ, এই জীবনে তুমি আর আমাকে দর্শন করতে পারবে না। যাদের সেবা পূর্ণ হয়নি এবং যারা সব রকম জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি, তারা আমাকে কদাচিৎ দর্শন করতে পারে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবানকে পরম পবিত্র, পরম পুরুষ এবং পরম তত্ত্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মধ্যে একটুও জড় কলুষ নেই, এবং তাই যদি কারো মধ্যে অল্প একটুও জড় আসক্তি থাকে, তা হলে তিনি ভগবানের সান্নিধ্যে আসতে পারেন না। কেউ যখন জড়া প্রকৃতির অন্তত দুটি গুণ, অর্থাৎ রজোগুণ এবং তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন, তখনই ভগবদ্ভক্তি শুরু হয়। সেই দুটি গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে কাম এবং লোভ থেকে মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা থেকে মুক্ত হতে হবে এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের লোভ থেকে মুক্ত হতে হবে। সত্ত্বগুণ হচ্ছে প্রকৃতির গুণের সমতা। সব রকমের জড় প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার

অর্থ হচ্ছে সত্ত্বগুণের প্রভাব থেকেও মুক্ত হওয়া। নির্জন অরণ্যে ভগবানের ধ্যান করা হচ্ছে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া। কেউ বনে গিয়ে পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের প্রচেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পারবেন। সব রকমের জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হলেই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে আসা যায়। সে জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে সেই স্থানে বাস করা, যেখানে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের আরাধনা হয়। ভগবানের মন্দির হচ্ছে প্রপঞ্চাতীত, কিন্তু বনে গিয়ে ধ্যান করাটা হচ্ছে সাত্ত্বিক ক্রিয়া। তাই কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে বনে গিয়ে ভগবানকে না খুঁজে ভগবানের অর্চা-বিগ্রহের অর্চনা করতে সর্বদা নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। ভগবদ্ভক্তির শুরু হয় অর্চনা থেকে, যা বনে গিয়ে ভগবানকে খোঁজার চেয়ে অনেক উন্নত। নারদ মুনি বর্তমান জীবনে বনে যাননি, কেন না এই জীবনে তিনি সব রকমের জড় আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন; তিনি তাঁর উপস্থিতির প্রভাবে যে কোনও জায়গাকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করতে পারতেন। তিনি এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে গিয়ে মানুষ, দেবতা, কিন্নর, গন্ধর্ব, ঋষি, মুনি এবং অন্য সকলকে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করেন। তাঁর কৃপার প্রভাবে তিনি প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ আদি বহু ভক্তকে ভগবানের চিন্ময় সেবায় যুক্ত করেছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাই নারদ মুনি, প্রহ্লাদ মহারাজ প্রমুখ মহান ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন। ভগবানের এই মহিমা প্রচার হচ্ছে সব রকমের জড় গুণের অতীত চিন্ময় ক্রিয়া।

শ্লোক ২২

সকৃদ্‌যদ্ দর্শিতং রূপমেতৎকামায় তেঽনঘ ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধু সর্বান্মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্ ॥ ২২ ॥

সকৃৎ—একবার মাত্র; **যৎ**—যে; **দর্শিতম্**—দেখানো হয়েছিল; **রূপম্**—রূপ; **এতৎ**—এই; **কামায়**—তীব্র লালসা; **তে**—তোমার; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ; **মৎ**—আমার; **কামঃ**—কামনা; **শনকৈঃ**—বুদ্ধির দ্বারা; **সাধুঃ**—ভক্ত; **সর্বান্**—সমস্ত; **মুঞ্চতি**—মোচন করে; **হৃচ্ছয়ান্**—জড় কামনা-বাসনা।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ, তুমি কেবল একবার মাত্র আমার রূপ দর্শন করেছ এবং তা কেবল আমার প্রতি তোমার আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য; কেন না তুমি যতই আমাকে লাভ করার জন্য লালায়িত হবে, ততই তুমি সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হবে।

তাৎপর্য

জীব কখনও বাসনারহিত হতে পারে না। সে একটি প্রাণহীন পাথর নয়। কর্ম করা, চিন্তা করা, অনুভব করা এবং ইচ্ছা করা হচ্ছে তার স্বাভাবিক বৃত্তি। কিন্তু সে যখন

জড় বিষয়ে চিন্তা করে, অনুভব করে এবং ইচ্ছা করে, তখন সে জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, সে যখন ভগবানের সেবার কথা চিন্তা করে, অনুভব করে, এবং ইচ্ছা করে, তখন সে ধীরে ধীরে সব রকমের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। জীব যতই ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হয়, ততই তাঁর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। সেটিই হচ্ছে ভগবৎ-সেবার অপ্রাকৃত গুণ। সাধারণত জড় কর্মে বিরক্তি আসে, কিন্তু ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় কোন রকমের বিরক্তি নেই অথবা তার অন্ত নেই। ভগবানের প্রেমময়ী সেবা অন্তহীনভাবে বর্ধিত হতে পারে, এবং তবুও তাতে বিরক্তি আসে না বা তার সমাপ্তি হয় না। ঐকান্তিক ভগবৎ-সেবার মাধ্যমে ভগবানের অপ্রাকৃত উপস্থিতি অনুভব করা যায়। তাই ভগবানকে দর্শন করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া, কেন না তাঁর সেবা এবং তিনি স্বয়ং অভিন্ন। তাঁর ঐকান্তিক ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করে যাওয়া। ভগবান তখন কিভাবে সেই সেবা সম্পাদন করতে হবে এবং কোথায় তা সম্পাদন করতে হবে তার নির্দেশ প্রদান করেন। নারদ মুনির কোন জড় বাসনা ছিল না, কেবল ভগবানের প্রতি তাঁর আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ভগবান তাঁকে এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

সৎসেবয়াদীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥ ২৩ ॥

সৎসেবয়া—ভগবদ্ভক্ত সাধু-সেবার দ্বারা; **অদীর্ঘয়া**—অল্পকালের জন্য; **অপি**—এমন কি; **জাতা**—লাভ হয়; **ময়ি**—আমার প্রতি; **দৃঢ়া**—দৃঢ়; **মতিঃ**—মতি; **হিত্বা**—বর্জন করে; **অবদ্যম্**—দুঃখদায়ক; **ইমম্**—এই; **লোকম্**—জড় জগৎ; **গন্তা**—যায়; **মজ্জনতাম্**—আমার পার্ষদ; **অসি**—হয়।

অনুবাদ

অল্পকালের জন্যও যদি ভগবদ্ভক্ত সাধু-সেবা করা হয়, তা হলে আমার প্রতি সুদৃঢ় মতি উৎপন্ন হয়। তার ফলে সে দুঃখদায়ক এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পর আমার অপ্রাকৃত ধামে আমার পার্ষদত্ব লাভ করে।

তাৎপর্য

পরম তত্ত্বের সেবা করার অর্থ হচ্ছে সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা। সদ্‌গুরু হচ্ছেন কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যবর্তী স্বচ্ছ মাধ্যম। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার সামর্থ্য নেই এবং তাই সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে তাঁকে অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবার

শিক্ষালাভ করতে হয়। এই শিক্ষার প্রভাবে স্বল্পকালের জন্য হলেও কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত এই ধরনের অপ্রাকৃত সেবায় মতিসম্পন্ন হন, যা তাঁকে চরমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং চিন্ময় জগতে উন্নীত হয়ে ভগবানের নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করতে সাহায্য করে।

শ্লোক ২৪

মতির্ময়ি নিবদ্ধেয়ং ন বিপদ্যেত কর্হিচিৎ।
প্রজাসর্গনিরোধেঽপি স্মৃতিশ্চ মদনুগ্রহাৎ ॥ ২৪ ॥

মতিঃ—মতি; **ময়ি**—আমার প্রতি ভক্তি পরায়ণ; **নিবদ্ধা**— নিবদ্ধ; **ইয়ম্**—এইভাবে; **ন**—কখনই নয়; **বিপদ্যেত**—পৃথক্; **কর্হিচিৎ**—যে কোনও সময়ে; **প্রজা**—জীব; **সর্গ**—সৃষ্টির সময়; **নিরোধে**—প্রলয়ের সময়েও; **অপি**—এমন কি; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **চ**—এবং; **মৎ**—আমার; **অনুগ্রহাৎ**—অনুগ্রহের প্রভাবে।

অনুবাদ

আমার সেবায় নিবদ্ধ বুদ্ধি কখনই প্রতিহত হতে পারে না। সৃষ্টির সময় এমন কি প্রলয়ের সময়েও আমার কৃপায় তোমার স্মৃতি অপ্রতিহত থাকবে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা কখনই বিফল হয় না। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু নিত্য, তাই মতি বা বুদ্ধি যখন তাঁর সেবায় যুক্ত হয় অথবা কোন কিছু যখন তাঁর উদ্দেশ্যে সাধিত হয় তখন তাও নিত্যত্ব প্রাপ্ত হয়। *ভগবদ্গীতাতে* বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত হতে থাকে এবং ভক্ত যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হন তখন তার জন্মজন্মান্তরে সমস্ত সেবা স্মরণ করে ভগবান তাঁকে তাঁর চিন্ময় ধামে তাঁর পার্ষদত্ব করেন। ভগবানের প্রতি সম্পাদিত সেবা কখনই বিনষ্ট হয় না, পক্ষান্তরে পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত তা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হতে থাকে।

শ্লোক ২৫

এতাবদুক্ত্বোপররাম তন্মহদ্
ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্।
অহং চ তস্মৈ মহতাং মহীয়সে
শীর্ষ্ণাবনামং বিদধেঽনুকম্পিতঃ ॥ ২৫ ॥

এতাবৎ—এইভাবে; **উক্ত্বা**—উক্ত; **উপররাম**—প্রতিহত হয়ে; **তৎ**—তা; **মহৎ**—মহান; **ভূতম্**—অদ্ভুত; **নভঃ-লিঙ্গম্**—শব্দরূপে প্রকাশিত; **অলিঙ্গম্**—চক্ষুর দ্বারা

দৃশ্যমান নন; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা; **অহম্**—আমি; **চ**—ও; **তস্মৈ**—তাঁকে; **মহতাম্**—মহৎ; **মহীয়সে**—মহিমা-মণ্ডিত; **শীর্ষ্ণা**—মস্তক দ্বারা; **অবনামম্**—প্রণতি; **বিদধে**—করেছিলাম; **অনুকম্পিতঃ**—তাঁর দ্বারা অনুকম্পিত হয়ে।

অনুবাদ

তারপর সেই পরম ঈশ্বর, যিনি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত এবং চক্ষুর দ্বারা অদৃশ্য, কিন্তু পরম অদ্ভুত, তাঁর বাণী শেষ করলেন। গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে আমি নত মস্তকে তাঁকে আমার প্রণতি নিবেদন করেছিলাম।

তাৎপর্য

সেই পরমেশ্বর ভগবানকে যে দেখা যায়নি, কেবল তাঁর বাণী শোনা গিয়েছিল, তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরমেশ্বর, ভগবান তাঁর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বেদ সৃষ্টি করেছিলেন। বেদের অপ্রাকৃত শব্দের মাধ্যমে তাঁকে দর্শন করা যায় এবং উপলব্ধি করা যায়। তেমনই, *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শব্দরূপ প্রকাশ, এবং তাই তাঁর থেকে তা অভিন্ন। অর্থাৎ, নিরন্তর অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ সমন্বিত ভগবানের নাম কীর্তন করার ফলে তাঁকে দর্শন করা যায় এবং শ্রবণ করা যায়।

শ্লোক ২৬

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রানি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্ বিমদো বিমৎসরঃ ॥ ২৬ ॥

নামানি—ভগবানের দিব্য নাম, মহিমা ইত্যাদি; **অনন্তস্য**—অনন্তের; **হতত্রপঃ**—জড় জগতের সব রকমের রীতি-নীতি থেকে মুক্ত হয়ে; **পঠন্**—পুনঃ পুনঃ পাঠ করা, আবৃত্তি করা ইত্যাদি; **গুহ্যানি**—গোপনীয়; **ভদ্রানি**—সমস্ত আশীর্বাদ; **কৃতানি**—কার্যকলাপ; **চ**—এবং; **স্মরন্**—নিরন্তর স্মরণ করা; **গাম্**—পৃথিবীতে; **পর্যটন্**—পর্যটন; **তুষ্টমনাঃ**—সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত; **গতস্পৃহঃ**—সব রকমের জড় কামনা বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে; **কালম্**—কাল; **প্রতীক্ষন্**—প্রতীক্ষা; **বিমদঃ**—গর্বিত না হয়ে; **বিমৎসরঃ**—নির্মৎসর।

অনুবাদ

এইভাবে সব রকম সামাজিক লৌকিকতা উপেক্ষা করে আমি ভগবানের দিব্য নাম এবং মহিমা নিরন্তর কীর্তন করতে শুরু করি। ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা এইভাবে কীর্তন এবং স্মরণ অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এইভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে

করতে আমি সর্বতোভাবে তৃপ্ত হয়ে অত্যন্ত বিনীত এবং নির্মৎসর চিত্তে সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করতে থাকি।

তাৎপর্য

নারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। এই ধরনের ভক্ত ভগবান অথবা তাঁর আদর্শ প্রতিনিধির কাছ থেকে দীক্ষালাভ করার পর অত্যন্ত ঐকান্তিকভাবে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করে ভগবানের মহিমা প্রচার করেন, যাতে অন্যেরাও ভগবানের মহিমা শ্রবণ করতে পারে। এই ধরনের ভক্তদের কোন রকম জাগতিক লাভের কোনও বাসনা থাকে না। তাঁরা কেবল একটিমাত্র বাসনার দ্বারাই অনুপ্রাণিত—ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া, এবং যথাসময়ে তাঁরা তাঁদের জড় দেহটি ত্যাগ করে ভগবানের কাছে ফিরে যান। ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে তাঁদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য। তাই তাঁরা কারোর প্রতি কখনও ঈর্ষাপরায়ণ হন না এবং ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন বলে তাঁরা কোন রকম গর্ব অনুভব করেন না। তাঁদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ভগবানের নাম, মহিমা এবং লীলা কীর্তন করা ও স্মরণ করা। তা তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে করেন এবং কোন রকম জাগতিক লাভের আশা না নিয়ে অন্যের মঙ্গল সাধন করার জন্য সেই বাণী বিতরণ করেন।

শ্লোক ২৭

এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎকালে তড়িৎসৌদামনী যথা ॥ ২৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **কৃষ্ণমতেঃ**—যিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্যাসদেব; **ন**—না; **আসক্তস্য**—আসক্ত; **অমলাত্মনঃ**—যিনি সর্বতোভাবে সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **কালঃ**—মৃত্যু; **প্রাদুরভূৎ**—প্রাদুর্ভূত হয়েছিল; **কালে**—যথাসময়ে; **তড়িৎ**—বিদ্যুৎ; **সৌদামনী**—আলোক; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ ব্যাসদেব, আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলাম, তখন আমার আর কোন আসক্তি ছিল না। সব রকমের জড় কলুষথেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমার মৃত্যু হয়েছিল, ঠিক যেভাবে তড়িৎ এবং আলোক যুগপৎভাবে দেখা যায়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সর্বতোভাবে মগ্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে সব রকম জড় কলুষ অথবা জড় আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হওয়া। অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী মানুষের যেমন ছোটখাটো

জিনিষের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, যাঁর ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ অবশ্যম্ভাবী, তাঁর স্বভাবতই অনিত্য, অলীক এবং অর্থহীন জড় বিষয়ের প্রতি আর কোন আসক্তি থাকে না। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক চেতনায় উন্নত ভক্তের লক্ষণ। তারপর শুদ্ধ ভক্ত যখন সর্বতোভাবে প্রস্তুত হন, তখন হঠাৎ দেহের পরিবর্তন ঘটে, যাকে সাধারণত বলা হয় মৃত্যু। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন আলোকের প্রকাশ হয়, ঠিক তেমনই শুদ্ধ ভক্তের জড় দেহ ত্যাগ এবং চিন্ময় দেহ লাভ ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে একই সঙ্গে হয়ে থাকে। মৃত্যুর পূর্বেও শুদ্ধ ভক্তের কোন রকম জড় আসক্তি থাকে না। আগুনের সংস্পর্শে লোহাও যেমন গরম হয়ে আগুনের গুণ প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনই শুদ্ধ ভক্তের জাগতিক শরীরও চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ২৮

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্মনির্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ ২৮ ॥

প্রযুজ্যমানে—লাভ করে; **ময়ি**—আমাকে; **তাম্**—তা; **শুদ্ধাম্**—বিশুদ্ধ; **ভাগবতীম্**—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করার উপযুক্ত; **তনুম্**—দেহ; **আরব্ধ**—সঞ্চিত; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **নির্বাণঃ**—নিবৃত্ত করা; **ন্যপতৎ**—ত্যাগ করা; **পাঞ্চভৌতিকঃ**—পঞ্চভৌতিক দেহ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করার উপযুক্ত একটি চিন্ময় শরীর লাভ করে আমি পঞ্চভৌতিক দেহটি ত্যাগ করি, এবং তার ফলে আমার সমস্ত কর্মফল নিবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে নারদ মুনি প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গ করার উপযুক্ত শরীর তিনি পাবেন, এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে নারদ মুনি তাঁর জাগতিক দেহটি ত্যাগ করা মাত্রই তাঁর চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই চিন্ময় শরীর সব রকম জড় প্রভাব থেকে মুক্ত এবং তা তিনটি প্রধান চিন্ময় গুণের দ্বারা ভূষিত, যথা নিত্যত্ব, জড় গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত। জড় শরীর সর্বদাই এই তিনটি গুণের অভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। ভক্ত যখন ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হন, তৎক্ষণাৎ তাঁর দেহ চিন্ময় গুণাবলীর দ্বারা সম্পৃক্ত হয়। এটি অনেকটা লোহার উপর চিন্তামণির স্পর্শের প্রভাবের মতো। চিন্তামণির স্পর্শে লোহা যেমন সোনা হয়ে যায়, ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় প্রভাবে জীবও তেমন চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই দেহত্যাগ মানে হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের উপর জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের

প্রভাব স্তব্ধ হওয়া। এই সম্পর্কে শাস্ত্রে বহু নিদর্শন রয়েছে। ধ্রুব মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ আদি বহু ভক্ত তাঁদের সেই শরীরেই পরমেশ্বর ভগবানকে দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার অর্থ হচ্ছে যে তখন সেই ভক্তদের দেহ জড় থেকে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। সেটিই হচ্ছে প্রামাণিক শাস্ত্রের মাধ্যমে তত্ত্বদ্রষ্টা গোস্বামীদের সিদ্ধান্ত। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রগোপ থেকে শুরু করে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত সমস্ত জীব কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের কর্ম অনুসারে তারা সুখভোগ করে অথবা দুঃখভোগ করে। ভক্তরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সেই প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত।

শ্লোক ২৯

কল্পান্ত ইদমাদায় শয়ানেঽম্ভস্যুদন্বতঃ।
শিশয়িষোরনুপ্রাণং বিবিশেঽন্তরহং বিভোঃ ॥ ২৯ ॥

কল্পান্ত—প্রতিটি কল্পের শেষে ; **ইদম্**—এই ; **আদায়**—সংগ্রহ করে ; **শয়ানে**—শয়ন করে ; **অম্ভসি**—কারণ বারিতে ; **উদন্বতঃ**—প্রলয় ; **শিশয়িষোঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের (নারায়ণের) শয়ন ; **অনুপ্রাণম্**—নিঃশ্বাস ; **বিবিশে**—প্রবেশ করে ; **অন্তঃ**—অন্তরে ; **অহম্**—আমি ; **বিভোঃ**—ব্রহ্মার।

অনুবাদ

কল্পান্তে যখন পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ কারণ বারিতে শয়ন করলেন, ব্রহ্মা তখন সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি নিয়ে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলেন, এবং আমিও তখন তাঁর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম।

তাৎপর্য

নারদ মুনি ব্রহ্মার পুত্ররূপেই পরিচিত, ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্ররূপে পরিচিত। পরমেশ্বর ভগবান এবং নারদ মুনির মতো তাঁর নিত্যমুক্ত ভক্তরা একইভাবে জড় জগতে আবির্ভূত হন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, ভগবানের জন্ম এবং কর্ম দিব্য। তাই আচার্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মার পুত্ররূপে নারদ মুনির আবির্ভাবও একটি দিব্য লীলা। তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাব ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাবেরই সমপর্যায়ভুক্ত। তাই ভগবান এবং তাঁর ভক্তরা একই সঙ্গে ভিন্ন এবং অভিন্ন। তাঁরা উভয়েই একই চিন্ময় স্তরের অন্তর্গত।

শ্লোক ৩০

সহস্রযুগপর্যন্তে উত্থায়েদং সিসৃক্ষতঃ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ঃ প্রাণেভ্যোঽহং চ জজ্ঞিরে ॥ ৩০ ॥

সহস্র—এক হাজার; **যুগ**—তেতাল্লিশ লক্ষ বছর; **পর্যন্তে**—সেই স্থায়িত্বের পর; **উত্থায়**—মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে; **ইদম্**—এই; **সিসৃক্ষতঃ**—পুনরায় সৃষ্টি করার বাসনা; **মরীচি-মিশ্রাঃ**—মরীচি আদি ঋষিরা; **ঋষয়ঃ**—সমস্ত ঋষিরা; **প্রাণেভ্যঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয় থেকে; **অহম্**—আমি; **চ**—ও; **জজ্ঞিরে**—আবির্ভূত হয়েছিলাম।

অনুবাদ

৪৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরের পর ব্রহ্মা যখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি আদি ঋষিদের তাঁর দিব্য দেহ থেকে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে আমিও আবির্ভূত হয়েছিলাম।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার একটি দিন হচ্ছে ৪৩২,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর। সে কথা *ভগবদ্গীতাতে* বলা হয়েছে। সেই হিসাবে তাঁর রাত্রিও ৪৩২,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর। *ভগবদ্গীতাতে* সে কথাও বলা হয়েছে। তাই সেই সময়ে ব্রহ্মা তাঁর স্রষ্টা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীরে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকেন। এইভাবে নিদ্রিত অবস্থা থেকে জেগে উঠে ব্রহ্মা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে পুনরায় সৃষ্টি শুরু করেন; তখন ভগবানের অপ্রাকৃত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে সমস্ত মহর্ষিরা আবার আবির্ভূত হন এবং নারদ মুনিও তখন আবির্ভূত হন। অর্থাৎ নারদ মুনি তাঁর একই চিন্ময় শরীর নিয়ে আবির্ভূত হন, ঠিক যেমন মানুষ সেই একই শরীরে জেগে ওঠে। নারদ মুনি সর্বশক্তিমান ভগবানের জড় সৃষ্টিতে এবং চিন্ময় জগতের যে কোনও জায়গায় বিচরণ করতে পারেন। তিনি তাঁর চিন্ময় শরীরে আবির্ভূত হন এবং অন্তর্হিত হন। তাঁর সেই শরীরে দেহ এবং আত্মার কোন পার্থক্য নেই, যা বদ্ধ জীবের মধ্যে দেখা যায়।

শ্লোক ৩১

অন্তর্বহিশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্যেম্যস্কন্দিতব্রতঃ।
অনুগ্রহান্মহাবিষ্ণোরবিঘাতগতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৩১ ॥

অন্তঃ—চিন্ময় জগতে; **বহিঃ**—জড় জগতে; **চ**—এবং; **লোকান্-ত্রিন্**—ত্রিভুবন; **পর্যেমি**—পর্যটন করেছি; **অস্কন্দিত**—নিরবচ্ছিন্ন; **ব্রতঃ**—ব্রত; **অনুগ্রহাৎ**—অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **মহাবিষ্ণোঃ**—মহাবিষ্ণুর (কারণোদকশায়ী বিষ্ণু); **অবিঘাত**—অপ্রতিহত; **গতিঃ**—গতি; **ক্বচিৎ**—কোন সময়ে।

অনুবাদ

তখন থেকে সর্বশক্তিমান বিষ্ণুর কৃপায় আমি অপ্রাকৃত জগতে এবং জড় জগতের

ত্রিভুবনে অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র ভ্রমণ করছি। কেন না আমি নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় দৃঢ়ব্রত হয়েছি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, জড় জগতের তিনটি লোক রয়েছে, যথা ঊর্ধ্বলোক, মধ্যলোক এবং অধঃলোক। ঊর্ধ্বলোকের ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বে রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের জড় আবরণ এবং তার ঊর্ধ্বে চিদাকাশ, যার বিস্তৃতি অন্তহীন; সেখানে অসংখ্য জ্যোতির্ময় বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে, যেখানে ভগবান তাঁর নিত্যমুক্ত পার্ষদদের সঙ্গে বিরাজ করেন। নারদ মুনি জড় জগতের এবং চিজ্জগতের এই সমস্ত লোকে ভ্রমণ করতে পারেন, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবান নিজে তাঁর সৃষ্টির যে কোনও জায়গায় যেতে পারেন। জড় জগতের জীবেরা জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু শ্রীনারদ মুনি জড়া প্রকৃতির এই সমস্ত গুণের অতীত, এবং তাই তিনি এইভাবে সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন। তিনি হচ্ছেন একজন মুক্ত মহাকাশচারী। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অহৈতুকী কৃপা অতুলনীয়; এবং তাঁর এই ধরনের কৃপা ভক্তরাই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন। তাই ভক্তদের কখনও অধঃপতন হয় না, কিন্তু জড়বাদীদের অর্থাৎ সকাম কর্মী এবং মনোধর্মী জ্ঞানীদের প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অধঃপতন হয়। ঋষিরা, যাঁদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নারদ মুনির মতো চিজ্জগতে প্রবেশ করতে পারেন না। সে কথা *নরসিংহ-পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে। মরীচি আদি ঋষিরা হচ্ছেন সকাম কর্মের আচার্য এবং সনক, সনাতন আদি ঋষিরা হচ্ছেন মনোধর্মী জ্ঞানের আচার্য। কিন্তু নারদ মুনি হচ্ছেন ভগবদ্ভক্তির আচার্য। ভগবদ্ভক্তি মার্গের সমস্ত মহাজনেরা 'নারদ-ভক্তি-সূত্রের' নির্দেশ অনুসারে নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাই সমস্ত ভগবদ্ভক্তরা নির্দ্বিধায় ভগবানের রাজ্য বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্লোক ৩২

দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্ ।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

দেবদত্তাম—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত; **ইমাম্**—এই; **বীণাম্**—বীণা; **স্বরব্রহ্ম**—চিন্ময় সঙ্গীতের স্বর; **বিভূষিতাম্**—বিভূষিত; **মূর্চ্ছয়িত্বা**—মূর্চ্ছনা; **হরিকথাম্**—ভগবানের কথা; **গায়মানঃ**—নিরন্তর গান গেয়ে; **চরামি**—ভ্রমণ করি; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

এইভাবে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত এই বীণা বাজিয়ে স্বরব্রহ্ম বিভূষিত ভগবানের মহিমা নিরন্তর কীর্তন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে নারদ মুনিকে বীণা দান করেছিলেন, সে কথা *লিঙ্গ পুরাণে* বর্ণিত হয়েছে এবং শ্রীল জীব গোস্বামীও সে কথার উল্লেখ করেছেন। এই অপ্রাকৃত বাদ্যযন্ত্রটি শ্রীকৃষ্ণ এবং নারদ মুনি থেকে অভিন্ন, কেন না তাঁরা সকলেই অধোক্ষজ তত্ত্ব। এই বীণার স্বর অপ্রাকৃত, এবং তাই এই বীণা বাজিয়ে নারদ মুনি যে ভগবানের মহিমা এবং লীলা বর্ণনা করেন তাও জড়াতীত অপ্রাকৃত তত্ত্ব। সঙ্গীতের সাতটি সুর—সা (ষড়্জ), রে (ঋষভ), গা (গান্ধার), মা (মধ্যম), পা (পঞ্চম), ধা (ধৈবত), নি (নিষাদ) জড়াতীত এবং বিশেষ করে চিন্ময় সঙ্গীতের জন্যই সেগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরূপে শ্রীনারদ মুনি সর্বদাই তাঁর দেওয়া বীণা বাজিয়ে তাঁর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন এবং এইভাবে তিনি নিরন্তর ভগবানের দিব্য মহিমা কীর্তন করেন, এবং তাই সেই অতি উচ্চ পদ থেকে তাঁর কখনও পতন হয় না। শ্রীল নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই জড় জগতের মুক্ত পুরুষদেরও কর্তব্য হচ্ছে সা-রে-গা-মা আদি সপ্ত স্বরের যথাযথ সদ্ব্যবহার করে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করা, যে নির্দেশ ভগবান নিজেও *ভগবদ্গীতায়* দিয়ে গেছেন।

শ্লোক ৩৩

প্রগায়তঃ স্ববীর্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ ৩৩ ॥

প্রগায়তঃ—এইভাবে গান করে; **স্ববীর্যাণি**—স্বীয় কার্যকলাপ; **তীর্থপাদঃ**—পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর শ্রীপাদপদ্ম হচ্ছে সমস্ত সদ্‌গুণ এবং পবিত্রতার উৎস; **প্রিয়শ্রবাঃ**—শ্রুতিমধুর; **আহূত**—আহূত; **ইব**—ঠিক যেমন; **মে**—আমাকে; **শীঘ্রম্**—অতি সত্বর; **দর্শনম্**—দর্শন; **যাতি**—প্রকাশিত হন; **চেতসি**—হৃদয়ের আসনে।

অনুবাদ

যখনই আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত শ্রুতিমধুর মহিমা এবং কার্যকলাপ কীর্তন করতে শুরু করি, তৎক্ষণাৎ তিনি আমার হৃদয় আসনে আবির্ভূত হন, যেন আমার ডাক শুনে তিনি চলে আসেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দিব্য নাম, রূপ, লীলা আদি থেকে অভিন্ন। শুদ্ধ ভক্ত যখনই ভগবানের নাম, মহিমা এবং লীলা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করার মাধ্যমে শুদ্ধ ভগবৎ-সেবায় যুক্ত হন, ভগবান তখন সেই শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়রূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে তাঁর চিন্ময় দৃষ্টিতে প্রকাশিত হন। তাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্ত সর্বক্ষণ ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করেন। অন্যের মুখ থেকে নিজের মহিমা শোনার স্বাভাবিক প্রবণতা সকলের মধ্যেই দেখা যায়। ভগবানও একজন ব্যক্তি হওয়ার ফলে এই স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁর মধ্যেও রয়েছে। কেন না জীবের মধ্যে যে সমস্ত চারিত্রিক গুণাবলী দেখা যায় তা সবই ভগবানের গুণাবলীরই প্রতিবিম্ব। তবে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ভগবান হচ্ছেন তাঁর সমস্ত কার্যকলাপে পরম পুরুষ, যখন আমরা দেখি যে ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের মহিমা কীর্তনে আকৃষ্ট হন, তখন আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ, তাই যেখানেই তাঁর মহিমা কীর্তন হয় সেখানেই তিনি আবির্ভূত হতে পারেন, কেন না এই দুটিই অভিন্ন। শ্রীল নারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত লাভের জন্য ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন না। পক্ষান্তরে, ভগবানের মহিমা কীর্তন ভগবানের থেকে অভিন্ন বলেই তিনি তা কীর্তন করেন। শ্রীল নারদ মুনি তাঁর দিব্য কীর্তনের মাধ্যমে ভগবানের কাছে পৌঁছে যান।

শ্লোক ৩৪

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্যানুবর্ণনম্ ॥ ৩৪ ॥

এতৎ—এই; **হি**—অবশ্যই; **আতুর-চিত্তানাম্**—যাদের চিত্ত সর্বদাই উৎকণ্ঠায় আতুর; **মাত্রা**—ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়; **স্পর্শ**—ইন্দ্রিয়; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছার দ্বারা; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **ভবসিন্ধু**—ভবসিন্ধু; **প্লবঃ**-নৌকা; **দৃষ্টঃ**—অভিজ্ঞ; **হরিচর্যা**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির কার্যকলাপ; **অনুবর্ণনম্**—নিরন্তর কীর্তন।

অনুবাদ

আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখেছি যে যারা সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগ-বাসনায় আতুর, তারা এক অতি উপযুক্ত নৌকায় করে ভবসিন্ধু পার হতে পারে—তা হচ্ছে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করা।

তাৎপর্য

জীব ক্ষণকালের জন্যও নীরব থাকতে পারে না। তাকে সব সময়ই কিছু না কিছু করতে হয়, কোন কিছু সম্বন্ধে চিন্তা করতে হয় অথবা কোন কিছু সম্বন্ধে কথা বলতে হয়। বিষয়াসক্ত মানুষেরা সাধারণত তাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিদায়ক বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা

করে অথবা আলোচনা করে। কিন্তু সেই বিষয়গুলি সম্পাদিত হয় বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে, এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত এই সমস্ত কার্যকলাপগুলি কখনও আনন্দ দান করতে পারে না। পক্ষান্তরে, তা উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগে পূর্ণ হয়ে ওঠে। একেই বলা হয় মায়া, অর্থাৎ 'যা নয়'। যা আনন্দ দান করতে পারে না, তাকে আনন্দ লাভের উপায় বলে মনে করা। তাই নারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বলছেন যে, ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রচেষ্টার নৈরাশ্য জর্জরিত মানুষ যদি যথার্থ আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তা হলে তারা যেন নিরন্তর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করে। অর্থাৎ, কার্যের পরিবর্তন না করে কেবল উদ্দেশ্যের পরিবর্তন করার মাধ্যমেই মানুষ তাদের ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারে। জীবের চিন্তা করার প্রবণতা, অনুভব করার প্রবণতা, ইচ্ছা করার প্রবণতা অথবা কার্য করার প্রবণতা কখনই বন্ধ করা যায় না। কিন্তু কেউ যদি যথার্থ আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তা হলে তাকে কেবল বিষয়বস্তুটির পরিবর্তন করতে হবে। মরণশীল মানুষের রাজনীতির কথা আলোচনা না করে ভগবানের প্রবর্তিত রাজনীতির কথা আলোচনা করা যেতে পারে। চিত্রতারকার কার্যকলাপের আলোচনা না করে নিত্য পার্ষদ গোপিকাদের সঙ্গে এবং লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের চিন্তায় মনকে নিবদ্ধ করা যেতে পারে। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই জগতে অবতরণ করেন এবং এই জগতের মানুষদের মতোই প্রায় কার্যকলাপ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ অসাধারণ এবং অলৌকিক; কেন না তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান। বদ্ধ জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি তা করেন, যাতে তারা পারমার্থিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। তা করার ফলে বদ্ধ জীবেরা ধীরে ধীরে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে এবং অনায়াসে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার উৎস এই ভবসমুদ্র পার হয়ে যেতে পারে। সে কথা নারদ মুনির মতো একজন অভিজ্ঞ মহাপুরুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে, এবং আমরা যদি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত সেই মহর্ষির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করি, তা হলে আমরাও সেই অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হব।

শ্লোক ৩৫

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি ॥ ৩৫ ॥

যমাদিভিঃ—আত্ম-সংযমের পন্থা অনুশীলনের দ্বারা; **যোগপথৈঃ**—যৌগিক পন্থার দ্বারা; **কাম**—ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বাসনা; **লোভ**—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের লোভ; **হতঃ**—ব্যাহত; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **মুকুন্দ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **যদ্বৎ**—ঠিক যেমন; **তথা**—ঠিক তেমন; **আত্মা**—আত্মা; **অদ্ধা**—সব রকম ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য; **ন**—করে না; **শাম্যতি**—সন্তুষ্টি।

অনুবাদ

যোগ-প্রণালীর দ্বারা ইন্দ্রিয়-সংযমের অনুশীলনের মাধ্যমে কাম এবং লোভের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু আত্মার আভ্যন্তরীণ পরিতৃপ্তির জন্য তা যথেষ্ট নয়; এই পরিতৃপ্তি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযম করা। যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে আসন, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান এবং চরমে ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করা যায়। ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে বিষধর সর্পের তুলনা করা হয়েছে, এবং যোগ প্রণালী হচ্ছে তাদের বশ করার প্রক্রিয়া। কিন্তু নারদ মুনি ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় দমন করার জন্য আর একটি পন্থা প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন যে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তিনি উপলব্ধি করেছেন যে কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয় দমন করার পন্থার থেকে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার পন্থা অনেক বেশি কার্যকরী এবং ব্যবহারিক। ভগবান মুকুন্দের সেবায় এগুলি অপ্রাকৃতভাবে যুক্ত হয়। তার ফলে তখন আর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইন্দ্রিয়গুলি সব সময়ই কিছু না কিছু করতে চায়। কৃত্রিমভাবে তাদের দমন করার প্রচেষ্টা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলিকে মোটেই দমন করা যায় না, কেন না যখনই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের কোন সুযোগ আসে, সর্প-সদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি তৎক্ষণাৎ সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। ইতিহাসের পাতায় তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছেঃ যেমন বিশ্বামিত্র মুনির মেনকার রূপে আকৃষ্ট হওয়ার ঘটনা। কিন্তু হরিদাস ঠাকুরকে প্রলোভিত করার জন্য মায়াদেবী স্বয়ং মধ্যরাত্রে তাঁর কছে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি সেই মহান ভগবদ্ভক্তকে বিচলিত করতে পারেননি।

অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত যোগের পন্থা অথবা শুষ্ক মনোধর্মের পন্থা কখনই কার্যকরী হতে পারে না। সকাম কর্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের প্রভাব থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। এই শুদ্ধভক্তি হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা এবং যোগ ও জ্ঞান এর থেকে নিকৃষ্টতর পন্থা। ভগবদ্ভক্তি যখন কোন একটি নিকৃষ্ট পন্থার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে, তখন তা আর অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তি থাকে না, তখন তাকে মিশ্রা ভক্তি বলা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রণেতা শ্রীল ব্যাসদেব ধীরে ধীরে পারমার্থিক জ্ঞান লাভের বিভিন্ন পন্থাগুলি বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ৩৬

সর্বং তদিদমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়ানঘ।
জন্মকর্মরহস্যং মে ভবতশ্চাত্মতোষণম্ ॥ ৩৬ ॥

সর্বম্—সমস্ত ; **তৎ**—তা ; **ইদম্**—এই ; **আখ্যাতম্**—বর্ণনা করা হয়েছে ; **যৎ**—যা কিছু ; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে ; **অহম্**—আমি ; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা ; **অনঘ**—নিষ্পাপ ; **জন্ম**—জন্ম ; **কর্ম**—কর্ম ; **রহস্যম্**—রহস্যজনক ; **মে**—আমার ; **ভবতঃ**—তোমার ; **চ**—এবং ; **আত্ম**—আত্মা ; **তোষণম্**—সন্তুষ্টিবিধানের জন্য।

অনুবাদ

হে ব্যাসদেব, তুমি নিষ্পাপ। তাই তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি আমার জন্ম এবং কার্যকলাপের কথা তোমাকে বললাম। তা তোমার সন্তুষ্টিবিধানেরও সহায়ক হবে।

তাৎপর্য

ব্যাসদেবের প্রশ্নের উত্তরে নারদ মুনি ভগবদ্ভক্তির পন্থার শুরু থেকে চিন্ময় স্তর পর্যন্ত বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে সাধু-সঙ্গের প্রভাবে ভগবদ্ভক্তির বীজ তাঁর হৃদয়ে রোপিত হয় এবং কিভাবে সাধুদের বাণী শোনার ফলে ধীরে ধীরে তা বর্ধিত হয়। এই শ্রবণের ফলে জড় বিষয়ের প্রতি তাঁর এতই অনাসক্তি আসে যে তিনি তাঁর একমাত্র আশ্রয় তাঁর মায়ের মৃত্যু সংবাদকে ভগবানের আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করেছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ভগবানকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছিলেন। তাই তাঁর ভগবানকে দর্শন করার ঐকান্তিক বাসনা চরিতার্থ হয়, যদিও জড় চক্ষু দিয়ে কারোর পক্ষেই ভগবানকে দর্শন করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বিশ্লেষণ করেছেন যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার ফলে তিনি কি ভাবে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং কিভাবে তাঁর জড় দেহ চিন্ময় দেহে রূপান্তরিত হয়েছিল। চিন্ময় শরীরেই কেবল ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদেরই রয়েছে। নারদ মুনি ব্যক্তিগতভাবে সব রকমের অলৌকিক চিন্ময় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, এবং তাই তাঁর মতো একজন মহাপুরুষের কাছ থেকে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফল সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমরা করতে পারি, যা বেদে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। বেদ এবং উপনিষদে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সেখানে সরাসরিভাবে কিছুই বিশ্লেষণ করা হয়নি এবং তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে বৈদিক কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফল।

শ্লোক ৩৭

সূত উবাচ

এবং সম্ভাষ্য ভগবান্নারদো বাসবীসুতম্।
আমন্ত্র্য বীণাং রণয়ন্ যযৌ যাদৃচ্ছিকো মুনিঃ ॥ ৩৭ ॥

সূতঃ—সূত গোস্বামী ; **উবাচ**—বললেন ; **এবম্**—এইভাবে ; **সম্ভাষ্য**—সম্ভাষণ করে ; **ভগবান্**—দিব্য শক্তিসম্পন্ন ; **নারদঃ**—নারদ মুনি ; **বাসবী-সুতম**—বাসবী

(সত্যবতী) তনয় ব্যাসদেবকে; **আমন্ত্র্য**—আমন্ত্রণ জানিয়ে; **বীণাম্**—বীণা; **রণয়ন্**—বাজিয়ে; **যযৌ**—প্রস্থান করলেন; **যাদৃচ্ছিকঃ**—যেখানে ইচ্ছা; **মুনিঃ**—মুনি।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেনঃ এইভাবে বাসবী-সূত ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়ে শ্রীল নারদ মুনি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন, এবং তাঁর বীণা বাজাতে বাজাতে তিনি তাঁর ইচ্ছাক্রমে বিচরণ করার জন্য সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষী, কেন না সেটিই হচ্ছে তার স্বরূপগত প্রকৃতি। এই স্বাধীনতা কেবল চিন্ময় ভগবৎ-সেবার মাধ্যমেই লাভ করা যায়। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে সকলেই মনে করে যে সে মুক্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে প্রকৃতির নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। বদ্ধ জীব এমন কি এই পৃথিবীর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে না, সুতরাং অন্য গ্রহে যাওয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু নারদ মুনির মতো মুক্ত জীব, যিনি সর্বদাই ভগবানের মহিমা কীর্তনে মগ্ন, তিনি কেবল এই পৃথিবীতেই নয়, এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও স্থানে যেতে পারেন, এমন কি চিজ্জগতেরও যে কোনও স্থানে যেতে পারেন। সুতরাং, তিনি যে কত স্বাধীন তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তিনি প্রায় ভগবানেরই মতো স্বাধীন। তাঁর ভ্রমণের কোন হেতু নেই অথবা বাধ্যবাধকতা নেই, এবং তাঁর এই স্বাধীন বিচরণে কেউ বাধা দিতে পারে না। তেমনই, ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় পদ্ধতিও স্বাধীন। সব রকমের আচার-অনুষ্ঠানগুলি অনুশীলন করা সত্ত্বেও কোন বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ নাও হতে পারে। তেমনই, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গও মুক্ত। সৌভাগ্যক্রমে কেউ তা লাভ করতে পারে, আবার হাজার হাজার বছরের প্রচেষ্টার পরেও কেউ তা লাভ নাও করতে পারে। তাই ভগবদ্ভক্তির সর্বক্ষেত্রেই স্বাধীনতা হচ্ছে মূলমন্ত্র। স্বাধীনতা ছাড়া ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করা যায় না। ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করার অর্থ এই নয় যে ভক্ত সর্বতোভাবে পরাধীন হয়ে যায়। সদ্‌গুরুর মাধ্যম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বতোভাবে স্বাধীনতা লাভ করা।

শ্লোক ৩৮

অহো দেবর্ষির্ধন্যোঽয়ং যৎকীর্তিং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ ॥ ৩৮ ॥

অহো—সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোক্; **দেবর্ষিঃ**—দেবর্ষি; **ধন্যঃ**—ধন্য; **অয়ম্-যৎ**—যিনি; **কীর্তিম্**—কীর্তি; **শার্ঙ্গধন্বনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **গায়ন**—গান করে;

মাদ্যন্—আনন্দ দান করে; **ইদম্**—এই; **তন্ত্র্যা**—যন্ত্রের দ্বারা; **রময়তি**—আনন্দ আস্বাদন করে; **আতুরম্**—দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট; **জগৎ**—জগৎ।

অনুবাদ

শ্রীল নারদ মুনির সাফল্য জয়যুক্ত হোক, কেন না তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, এবং তা করে তিনি আনন্দ আস্বাদন করেন এবং দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট জগতকে আনন্দ দান করেন।

তাৎপর্য

শ্রীনারদ মুনি তাঁর বীণা বাজিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করে সমস্ত জগতের দুর্দশাক্লিষ্ট জীবদের আনন্দ দান করেন। এই জগতে কেউই সুখী নয়, এবং সুখ বলে যা অনুভব হয় তা হচ্ছে মায়ার মোহ। ভগবানের মায়াশক্তি এতই প্রবল যে বিষ্ঠাভোজী শূকর পর্যন্ত মনে করে যে সে খুব সুখে আছে। এই জড় জগতে কেউই যথাযথভাবে সুখী হতে পারে না। দুর্দশাগ্রস্ত জীবদের জ্ঞানালোক প্রদান করার জন্য নারদ মুনি সর্বত্র বিচরণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্দশাক্লিষ্ট জীবদের ভগবানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই মহর্ষির পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেটি সম্পাদন করাই হচ্ছে প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের উদ্দেশ্য।

ইতি—"নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।